মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের কলেজ মোড়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা জানান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫ দফা দাবির মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন, দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এ সময় সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. আব্দুস সালামসহ মেহেরপুর ও মুজিবনগর জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন শিক্ষক নেতা জাকির হোসেন

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন শিক্ষক ঐক্য জোটের মহাসচিব ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় তিনি সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। জাকির হোসেন বলেন,“আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা আমাদের অঙ্গীকার।”

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, বাবুপুর, মহাজনপুর, রতনপুর, বল্লভপুর, দারিয়াপুর ও মোনাখালীসহ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ তিনি পরিদর্শন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন বাবু, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা কালীন সাবেক অধ্যক্ষ ড, গাজিউর রহমান, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আসাদুল হক, জেলা নবীনদল সভাপতি আনোয়ার শেখ, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান সোহাগসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি পথচারী, ব্যবসায়ী ও সর্বস্তরের মানুষের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ ও সমাবেশ

পিআর পদ্ধতি চালু, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ ৫ দফা দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার বিকেলে একই দাবিতে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী মডেল প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল ঘুরে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. রবিউল ইসলাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, বিগত দিনে কালো টাকা, পেশিশক্তি দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন কায়দায় ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে। তাই আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের জোর দাবি জানিয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে প্রার্থীর কোনো ছবি থাকবে না, শুধু প্রতীক থাকবে। এতে প্রার্থী কোনোভাবে কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব খাটাতে পারবে না। এজন্য দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার এই দাবি মানলে আলহামদুলিল্লাহ, না মানলে রাজপথেই এই দাবির ফয়সালা হবে। জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৫ দফা দাবি আদায় করেই আগামীতে ঘরে ফিরবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশকে যদি সুন্দর করতে হয়, বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিতে হয়, তবে জামায়াতের পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে কার্যকর করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আদর্শ দেখে সারা দেশে জোয়ার উঠেছে, সাড়া পড়েছে। এদেশের ঘরে ঘরে জামায়াতের দুর্গ গড়ে উঠেছে। জামায়াতের ভোটের এই দুর্গ থেকে একটি পক্ষ নানাভাবে আবোল-তাবোল মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারছে।

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

মুজিবনগরে কেন্দ্র ঘোষিত জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৬-দফা দাবিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখার সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্র ঘোষিত নির্বাচনে পিআর পদ্ধতিসহ ৫-দফা দাবির লক্ষ্যে সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি খাইরুল বাসার এর সঞ্চালনায়, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর (ভারপ্রাপ্ত) আমির হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম এর সভাপতিতত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির ও মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মাও.আব্দুল হালিম, বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা ফারুক হোসেন, মহাজনপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমীর আবদুল হামিদ, মোনাখালি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ মুখলেছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি আবু তালহা এবং মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি ফজলুল হক গাজী, উপজেলা পেশাজীবি বিভাগের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বাইতুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন।

সমাবেশ শেষে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম এর নেতৃত্বে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেদারগঞ্জ বাজার চার রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুরে ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করা, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ, গণহত্যার বিচারসহ অন্যান্য দাবি।বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের কোর্ট মোড় থেকে শুরু হয়ে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক মোঃ খাদিমুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আরিফুল ইসলাম, সদর থানা সভাপতি মাওলানা সালাউদ্দিন, মুজিবনগর থানা সভাপতি মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ইসলামী যুব আন্দোলনের জেলা সভাপতি মাওলানা আশরাফ শাহাজাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেমসের কনসার্টের অনুমোদন না দেওয়ায় সংবাদ সম্মেলন

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী গুরু জেমসের কনসার্টের প্রশাসনিক অনুমোদন না পাওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করেছে সূর্য ক্লাব মেহেরপুর। আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে ক্লাবের পক্ষ থেকে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে সূর্য ক্লাবের সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি জানান, ক্লাবের গ্র্যান্ড ওপেনিং সেরিমনি উপলক্ষে আগামী ১০ অক্টোবর শহরের উপকণ্ঠে গোভিপুর স্কুল মাঠে “গুরু জেমস লাইভ ইন মেহেরপুর কনসার্ট ২০২৫” আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়। ইতিমধ্যে নগর বাউল ব্যান্ডের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা গত ১০ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করি। জেলা প্রশাসক আবেদনটি পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরণ করেন। তবে এখনো পর্যন্ত অনুমোদন মেলেনি। এরই মধ্যে কনসার্টের প্রচার-প্রচারণা ও টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক সহযোগিতা না পাওয়ায় আমরা হতাশ। মেহেরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এই কনসার্টকে ঘিরে।

অনুষ্ঠানস্থল ও শিল্পীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব, আনসার সদস্য, ফায়ার সার্ভিস, জরুরি মেডিকেল টিম, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, বিএনসিসি, রেডক্রিসেন্ট, স্কাউটসহ বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করবে। দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পানির বোতল, লাইট, ধাতব জিনিস, মাদকদ্রব্য, সিগারেট ও পুরুষ দর্শকদের ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ থাকবে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের প্রতি কনসার্টের অনুমোদন এবং জেমসের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে। এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাসিম রানা বাঁধনসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভৈরবে গোসলে নেমে ১৭ ঘণ্টা পর শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের ১৭ ঘণ্টা পর মোহাইমিনুল ইসলাম (১৫) নামের এক নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল।

আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোহাইমিনুল সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ৪ বন্ধু ভৈরব নদে গোসল করতে যায়। তাদের মধ্যে মোহাইমিনুল সাঁতার জানত না। সে নদীর কূলে বসে থাকলেও এক পর্যায়ে পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সাথে সাথে স্থানীয়দের খবর দিয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। টানা সাড়ে ৬ ঘণ্টা চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান না পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান চালালেও ব্যর্থ হয়ে খবর দেন খুলনার ডুবুরি দলকে।

আজ সকালে খুলনা থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের বিশেষ রেসকিউ (ডুবুরি) টিম নদীতে তল্লাশি চালিয়ে ভাসমান অবস্থায় মোহাইমিনুলের মরদেহ উদ্ধার করে।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গাংনীতে ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও গুলিসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলিসহ সুমন আহম্মেদ সৌমিক
(৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২ ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটককৃত সুমন আহম্মেদ সৌমিক কাজিপুর গ্রামের বাদিয়াপাড়ার তাইজেল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর সিপিসি-৩ র্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, সৌমিক নিজ বাড়িতে অস্ত্র রেখে অবস্থান করছে। পরে র্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। তার দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ভিত্তিতে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

রাতের আঁধারে গাংনীর মোহাম্মদপুর মাঠ থেকে দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি

রাতের আঁধারে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ঘাট পাড়ার মাঠ থেকে দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার (কেভি) চুরি করেছে চোরের দল। ওই মাঠে এখন ধান, কলাই সহ বিভিন্ন সবজি ফসলের চাষাবাদের মৌসুম চলছে। ফসল চাষে কৃষকদের একমাত্র ভরসা বৈদ্যুতিক মোটর।

রাতের আঁধারে মোটরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় চিন্তিত

কৃষকেরা। আজ শুক্রবার রাতের কোন এক সময় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির এ ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ঘাটপাড়ার এই মাটিতে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির চাষাবাদ হয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে। মোটরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার রাতের আঁধারে চোরেরা চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষকরা।

ওই মাঠের কৃষক সোহেল রানা বলেন, আমার পাতাকপি, ধানসহ ১০ বিঘা জমিতে আবাদ রয়েছে এই মাঠে। এভাবে রাতের আঁধারে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ছোট ভাবে না দেখে এটির গভীর তদন্ত দরকার। একটি ট্রান্সফরমার পল্লী বিদ্যুৎ থেকে নিয়ে আসতে হলে পায়ের জুতা ক্ষয় হয় তারপর পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী সাবজোনাল অফিসের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তোপের মুখে অফিস ছেড়ে পালালেন তহশিলদার!

জমির খাজনা ও নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে আসা ভূমি মালিকদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। কাজ করে নিতে হাতে পায়ে ধরতে হচ্ছে তহশিলদারের। অনিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া ও সরকারের নির্ধারিত সময়ে অফিস না করা তহশিলদারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগ নিত্যদিনের। স্থানীয় এসিল্যান্ড ও ইউএনওকে বলেও কোন সুরাহা না পাওয়া ভুক্তভোগীরা ফুঁসে উঠলে অফিস ছেড়ে পালালেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তহশিলদার। গোপনে মাইক্রোবাস ডেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর থেকে অফিস করছেন না এই কর্মকর্তা।

আতিকুরকে সরিয়ে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর অফিসের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৫ দিন পরে চুয়াডাঙ্গার আতিকুর রহমান নামের একজন যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পর থেকেই শুরু হয় ভূমি মালিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ। জেলার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন খ্যাত সাহারবাটীতে এসে ভূমি সেবা দিতে হিমশিম খেয়ে ওঠেন আতিকুর রহমান।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে ভূমি সংক্রান্ত কাজে নানা অজুহাতে হয়রানি করে আসছিলেন। ভূমি উন্নয়ন করের অনুমোদন কিংবা নামজারি কেসের রিপোর্ট দিতে গড়িমসি করতেন তিনি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর একাধিক ভূমি মালিক জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে অফিসে গেলে তিনি নামজারি কেসের রিপোর্টসহ অন্যান্য সেবা দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সাধারণ মানুষ তার কাছে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অফিস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

এ সময় উপস্থিতরা তাকে প্রশ্ন করেন এটা সরকারি অফিস, আমরা যদি না আসি তাহলে আপনারা অফিস খুলে বসে আছেন কেন? আপনারা তো আছেন জনগণের সেবার জন্য। জবাবে আতিকুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, না, আমি জনগণের সেবার জন্য নই, আমি আছি সরকারি অফিস রক্ষা করার জন্য।

এমন পরিস্থিতির পর কাজের চাপে ও জনগণের তোপের মুখে তিনি হঠাৎ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এখনো অফিসে আসেননি।

ভুক্তভোগী নাসির উদ্দিন, ইয়ারুল ইসলাম, আলী হোসেন, লিয়াকত, আব্দুল হামিদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল, মুকুল মহরী, নজরুল মাস্টার, আনিস মাস্টার, তোফাজ্জেল, সাইফুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম ও এনায়েত আলীসহ অসংখ্য সেবাপ্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকেই ভূমি মালিকরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জমির হোল্ডিং খোলা, নামজারি কেসের রিপোর্ট প্রদান, খাজনা পরিশোধসহ প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান

ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, অফিসে একটু ঝামেলা হয়েছিল এমন কথা শুনেছি। তিনি মৌখিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন। যদি তিনি আর সেখানে যোগদান না করেন, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি কেন অফিসে আসছেন না, সে বিষয়ে আমি জানি না। তবে বিষয়টি আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছি।